

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : ছাত্র, দালালবাজার ডিগ্রী কলেজ, লক্ষ্মীপুর,
শাহাদাতের স্থান : লক্ষ্মীপুর মেয়র তাহেরের বাসার সামনে

শহীদের জীবনী

শহীদ শাকিবর হোসেনের জীবন ছিল সহজ-সরল, কিন্তু উদ্যমে ভরপুর। ২০০৫ সালের ৩ জানুয়ারি লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার ভাবানীগঞ্জ শরীফপুর এলাকায় জন্ম নেওয়া শাকিবর ছোটবেলা থেকেই গ্রামের পরিবেশে বড় হন। তার বাবা আমির হোসেন একজন দিনমজুর, ৫৮ বছর বয়সেও পরিবারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তার মা মায়া বেগম একজন গৃহিণী। যিনি সবসময় ঘরের কাজ সামলে সংসারের ভার বহিতেন।

শাকিবর ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। স্থানীয় প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং উচ্চশিক্ষার জন্য দালালবাজার ডিগ্রী কলেজে দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হন। তার স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া শেষ করে পরিবারকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সাহায্য করা, বিশেষ করে তার বাবা-মায়ের কষ্ট লাঘব করা। কিন্তু তার সেই সব স্বপ্ন নির্মমভাবে শেষ হয়ে যায়, স্বৈরাচারী হাসিনার বিরুদ্ধে নিজের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে নিজেকে বলি হতে হয়। যার ফলে জালিমের বুলেট তার জীবন কেড়ে নেয়। শাকিবরের সহজ-সরল স্বভাব, উদ্যম এবং সদ্য বিবাহিত জীবনের সুখের স্বপ্ন সবকিছুই চুরমার হয়ে যায়। তার স্ত্রী তন্না আকতার এবং ছোট সন্তান এখন এক অন্ধকারময় ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, শাকিবরের অনুপস্থিতিতে তাদের জীবন যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

শহীদ শাকিবর হোসেন সম্পর্কে তার প্রতিবেশী বলেন, শাকিবর ছিলেন সত্যিকার অর্থে এক ভালো মনের মানুষ। ছোটবেলা থেকেই আমি তাকে চিনতাম—তার মিষ্টি স্বভাব, বিনয়ী আচরণ, এবং সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন তাকে বিশেষ করে তুলেছিল। এলাকায় কেউ কোনোদিন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেনি; বরং সবাই তাকে ভালোবাসতো, শ্রদ্ধা করতো।

তার এমন নির্মম মৃত্যুর খবরে পুরো এলাকা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। যারা তাকে একসময় হেসে খেলে দেখেছিল, তারাই আজ চোখের জল ফেলছে। শাকিবরের বিদ্যায় এলাকাবাসী গভীর শোকাহত, যেন হারিয়ে গেছে তাদের পরিবারেরই এক সদস্য। তার মতো একজন সহজ-সরল, ন্যায়পরায়ণ এবং সাহসী তরুণের চলে যাওয়া আমাদের মনে গভীর কষ্টের দাগ কেটে গেছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

কোটা আন্দোলনে নিহত শহীদ শাকিবর হোসেনের পরিবার বর্তমানে চরম অর্থনৈতিক দুর্াবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। শহীদের বাবা, যিনি এখন ৫৮ বছর বয়সী, বয়সের ভারে ন্যূন হলেও পরিবারের খরচ চালানোর জন্য তাকে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতে হচ্ছে। পরিবারটি দীর্ঘদিন ধরেই অর্থকষ্টে ভুগছিল, তবে একমাত্র ছেলে শাকিবরের উপার্জন কিছুটা হলেও তাদের ভরসা ছিল। শাকিবরকে কেন্দ্র করেই তাদের বেঁচে থাকার এবং ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন ছিল।

তবে, সেই স্বপ্ন সন্তানদের হামলায় নির্মমভাবে বিনষ্ট হয়েছে। শাকিবরের মৃত্যুর পর তার পরিবার একেবারে ভেঙে পড়েছে, বিশেষ করে তার স্ত্রী তন্না আকতার, যার বয়স মাত্র ১৮ বছর। তন্না তাদের ছোট ছেলে সন্তানকে নিয়ে এখন চরম অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছেন। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে পরিবারটি বর্তমানে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছে।

যেভাবে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন

৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের দিনটি শাকিবর হোসেনের জীবনের শেষ, কিন্তু তার সাহসের গল্প আজও জীবিত ও শ্বাস্বত। সারা দেশ যখন হাসিনার পতনের জন্য এক দফা নিয়ে মাঠে, আপামর জন সাধারণ কাঁধে কাধ মিলিয়ে তার পতনের জন্য সচেষ্ট। দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিবাদের ঘাটি লক্ষ্মীপুর তার ব্যতিক্রম নয়। লক্ষ্মীপুরের মাদাম ব্রিজ-ঝুমুর এলাকায় হাজারো ছাত্র-জনতা সমবেত হয়েছিল অন্যায়ে বিরুদ্ধে। তবে সেই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ অন্ধকারে ঢেকে গেল যখন আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসী, যুবলীগ, এবং ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নিরীহ ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাটা রাইফেল ও মরণাস্ত্র ছিলো তাদের প্রধান উপাদান। যার বিপরীতে সাধারণ ছাত্র জনতার হাতে ছিলো ইট পাটকেল এবং সাধারণ বাঁশের লাঠি। রাষ্ট্রীয় ও সরকার দলীয় ক্যাডারদের বিরুদ্ধে নিজেদের আত্মরক্ষা করার এটাই ছিলো একমাত্র অবলম্বন। প্রতিবাদের সেই মিছিলে শাকিবর ছিল সামনের সারিতে, সাহসের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো।

আচমকই গোলাগুলির আওয়াজ, তারপর ধোঁয়া। শাকিবরের বুক পেরিয়ে তীব্র গুলিটি বিদ্ধ করে তাকে। গুলি খেয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। রক্তে লাল হয়ে যায় সবুজ ঘাস। কিন্তু এতেই শেষ নয়—জালিমরা সেখানেই থামেনি। লাঠি হাতে নিয়ে শাকিবরের নিখর দেহকে পিটিয়ে তারা তার মৃত্যু নিশ্চিত করে। তার নিস্তেজ শরীরটি তখন কাঁপছিল না, নিঃশ্বাসগুলোও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপর সন্ত্রাসীরা সেখান থেকে পালিয়ে গেল, কিন্তু শাকিবরের নিঃশব্দ প্রতিবাদ সেই মাটিতে স্থায়ী হয়ে রয়ে গেল। এ যেন আইয়ামে জাহিলিয়াতের কথা মনে করিয়ে দেয়। শহরের বাস টার্মিনাল এলাকায় কোনো ময়নাতদন্ত ছাড়াই তাকে দাফন করা হলো। যেন তার মৃত্যু আর বিচার এদেশের বুকে এক ফেলে আসা কাহিনী। শাকিবর, যিনি ছিলেন আন্দোলনের প্রতীক, প্রতিবাদে প্রতিদিনই উপস্থিত থাকতেন, তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়টি লিখিত হলো রক্তের অক্ষরে। সাহসী সেই তরুণ, যিনি কখনও পিছু হটেননি, অন্যায়ে বিরুদ্ধে সবসময়ই সোচ্চার ছিলেন, তার শোকাত মৃত্যু দেশের বিবেককে নাড়া দেয়।

